বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯
এর উপ-বিধিসমূহ

প্রস্তাবনাঃ

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর অধিনস্থ স্কুল ফুটবল কমিটির ব্যবস্থাপনায় 'বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯' এর বিধিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে।

ধারা-১ঃ প্রতিযোগিতার নামঃ

এ প্রতিযোগিতা "বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

ধারা-২ঃ সংজ্ঞাঃ

ক) "বাফুফে" বলতে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে বুঝাবে।

খ) 'কমিটি' বলতে বাফুফে কর্তৃক গঠিত স্কুল ফুটবল কমিটিকে বুঝাবে।

গ) "ফিফা" বলতে ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশনকে বুঝাবে।

ঘ) "টুর্নামেন্ট কমিটি" বলতে 'বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯' পরিচালনার জন্য স্কুল ফুটবল কমিটির কর্তৃক অতঃপর কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক (বিভাগ ও জেলা) পর্যায়ে গঠিত টুর্নামেন্ট কমিটিকে বুঝাবে।

ঙ) "টুর্নামেন্ট" বলতে 'বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯' কে বুঝাবে।

চ) "শাস্তি" বলতে আর্থিক ও টুর্নামেন্ট থেকে বিভিন্ন মেয়াদের জন্য বহিস্কারমূলক দন্ডকে বুঝাবে।

ছ) "স্কুল" বলতে সরকারী এবং সরকার অনুমোদন প্রাপ্ত সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুঝাবে যেখানে ন্যূনতম মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

জ) 'বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯' পরিচালনার একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি, একটি অর্গানাইজিং কমিটি ও একটি কেন্দ্রীয় টুর্নামেন্ট কমিটি গঠন করা হবে, যা বাফুফে স্কুল ফুটবল কমিটি কর্তৃক গঠিত হবে।

ধারা-৩ ঃ পরিচালনা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনাঃ

টুর্নামেন্ট কমিটি টুর্নামেন্টের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে। বাফুফে স্কুল ফুটবল কমিটি এ টুর্নামেন্টের উপ-বিধি প্রণয়ন করবে, যা বাফুফে সচিবালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে। কমিটি যে কোন বিভাগ/জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনকে প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও আয়োজনের জন্য প্রয়োজনে অন্যান্য কমিটি/উপ-কমিটিকে দায়িত্ব/কর্তৃত্ব অর্পন করতে পারবে। টুর্নামেন্ট কমিটি এ জাতীয় টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করতে বিভাগ, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সহায়তা গ্রহণ করার পাশাপাশি বিভাগ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সকল ক্রীড়া সংগঠক, সরকারী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, শিল্প, ব্যবসা এবং সামাজিক সংগঠনসমূহেরও সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা-৪ ঃ অংশগ্রহণের যোগ্যতাঃ

প্রতিটি জেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত '৪৮তম গ্রীষ্মকালীন স্কুল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯' এর চ্যাম্পিয়ন দল অংশগ্রহন করতে পারবে। যদি '৪৮তম গ্রীষ্মকালীন স্কুল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯' এর চ্যাম্পিয়ন দল অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী না হলে উক্ত চ্যাম্পিয়নশীপের রানার্স-আপ দল অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত খেলোয়াড়দের পিএসসি এবং ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত খেলোয়াড়দের জেএসসি সার্টিফিকেট ও সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি রঙিন ছবি প্রদর্শন করিতে হবে। অংশগ্রহণকারী স্কুলকে যেকোন কাগজ/পত্রাদি সংশ্লিষ্ট জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন অথবা বাফুফে বরাবর জমা প্রদান করতে হবে।

ধারা-৫ ঃ এন্ট্রি ফিঃ

"বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯" এ অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেকটি স্কুল দলকে টুর্নামেন্টের এন্ট্রি ফি বাবদ ১,০০০ (এক হাজার) টাকা বাফুফে বরাবর প্রদান করতে হবে।

ধারা-৬ ঃ পুরস্কারঃ

আঞ্চলিক পর্বের ফাইনাল খেলায় বিজয়ী ও বিজিত দলকে ট্রফি প্রদান করা হবে। চুড়ান্ত পর্যায়ের ফাইনাল খেলার বিজয়ী ও বিজীত দলকে ট্রফিসহ মেডেল প্রদান করা হবে এবং চ্যাম্পিয়ন দলকে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা ও রানার্স-আপ দলকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রত্যেকটি স্কুল ফুটবল দলকে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য পার্টিসিপেশন মানি বাবদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে এবং সাথে জার্সি, প্যান্ট, হুস ও ফুটবল প্রদান করা হবে।

ধারা-৭ ঃ খেলোয়াড় তালিকাভূক্তিঃ

ক) "বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯" এ অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈধ ছাত্রের মধ্যে যারা ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করবে তারাও এ টুর্নামেন্টে খেলোয়াড় হিসেবে অংশগ্রহনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচ্য হবে। উল্লেখ্য, পুরাতন দশম শ্রেণীর ছাত্র অর্থাৎ যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী অনুর্ত্তীন হয়েছে তাহারা অংশগ্রহনের অযোগ্য।

খ) খেলায় প্রতিটি খেলোয়াড়কে বুট ও সিংগার্ড ব্যবহার করতে হবে। কোনো খেলোয়াড় বুট ও সিংগার্ড ব্যতীত খেলায় অংশগ্রহণে করতে পরিবে না।

ধারা-৮ ঃ খেলার নিয়ম-কানুনঃ

ক) সারা দেশে ৮টি অঞ্চলে ভাগ হয়ে খেলা আয়োজিত হবে। প্রতি অঞ্চলে ২টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লীগ পদ্ধতিতে খেলা অনুষ্ঠিত হইবে এবং দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করবে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের ক্ষেত্রে ২ দলের পয়েন্ট সমান হলে লটারীর মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন দল নির্ধারণ করা হইবে। আঞ্চলিক পর্বের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি চুড়ান্ত পর্বে খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

খ) আঞ্চলিক ফাইনাল খেলা নির্ধারিত সময়ে নিস্পত্তি না হলে সরাসরি টাইব্রেকারের মাধ্যমে খেলার ফলাফল নিস্পত্তি করা হবে।

গ) কেন্দ্রীয় টুর্নামেন্ট কমিটি আঞ্চলিক ও চুড়ান্ত পর্বের খেলার তারিখসমূহ নির্ধারণ করবে। অনিবার্য্য কারণে পূর্ব নির্ধারিত খেলার তারিখ ও সময় পরিবর্তন/পরিবধন এর এখতিয়ারও কেন্দ্রীয় টুর্ণামেন্ট কমিটির থাকবে।

ধারা-৯ঃ খেলোয়াড় সংখ্যাঃ

অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকটি স্কুলকে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) জন খেলোয়াড়ের তালিকা "বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৯" শুরু হওয়ার পূর্বে টুর্নামেন্ট কমিটির নিকট নিবন্ধন করতে হইবে। খেলা চলাকালীন সময় তালিকাভূক্ত ১৮ (আঠার) জন খেলোয়াড়ের তালিকা ১ (এক) ঘন্টা পূর্বে বাফুফে প্রতিনিধির নিকট জমা দিতে হবে।

ধারা-১০ঃ খেলার সময়ঃ

ক) টুর্নামেন্টের আঞ্চলিক পর্যায়ের খেলা উভয়ার্ধে ৪০+১০+৪০=৯০ মিঃ পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

খ) প্রতিটি অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন দল চুড়ান্ত পর্বে খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

গ) চুড়ান্ত পর্বে ৮টি অঞ্চলের ৮টি চ্যাম্পিয়ন দল ২টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লীগ পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণ করবে। গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দল সেমি-ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহন করবে। একই গ্রুপে চ্যাম্পিয়নের ক্ষেত্রে দুটি দলের পয়েন্ট সমান হলে সে ক্ষেত্রে লাটারীর মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দল নির্ধারণ করা হবে। একই গ্রুপে রানার্স-আপ দুটি দলের অথবা তারও অধিক দলের পয়েন্ট সমান হলে সে ক্ষেত্রে লাটারীর মাধ্যমে গ্রুপের রানার্স-আপ দল নির্ধারণ করা হবে।

গ্রুপ 'এ' এর চ্যাম্পিয়ন দল বনাম গ্রুপ 'বি' এর রানার্স-আপ দল এবং গ্রুপ 'বি' এর চ্যাম্পিয়ন দল বনাম গ্রুপ 'এ' এর রানার্স-আপ দলের মধ্যে সেমি-ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সেমি-ফাইনাল খেলায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি না হলে সরাসরি টাইব্রেকারের মাধ্যমে খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি করা হবে।

ঘ) চুড়ান্ত পর্বের সকল খেলা উভয়ার্ধে ৪৫+১৫+৪৫=১০৫ মিঃ করে মোট ৯০ মিঃ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। ফাইনাল খেলা নির্ধারিত সময়ে ফলাফল নিষ্পত্তি না হলে অতিরিক্ত ১০+১০=২০ মিনিট খেলা হবে। এতেও খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি না হলে সরাসরি টাইব্রেকারের মাধ্যমে খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি করা হবে।

ধারা-১১ঃ রেফারীঃ

টুর্নামেন্টের আওতায় প্রতিটি খেলা পরিচালনার জন্য বাফুফে'র রেফারিজ কমিটি কর্তৃক মনোনীত রেফারীগণ নিযুক্ত হবেন।

ধারা-১২ঃ প্রতিবাদঃ

কোন খেলা প্রসংগে কোন দলের কোন অভিযোগ থাকলে, নির্ধারিত খেলা সমাপ্ত হওয়ার ২ (দুই) ঘন্টার মধ্যে অফেরতযোগ্য ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা ফি-সহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কমিটির বাফুফে'র প্রতিনিধির নিকট লিখিতভাবে প্রতিবাদলিপি দাখিল করতে হবে। চুড়ান্ত পর্বের খেলায় কোন অভিযোগ থাকলে বাফুফে স্কুল ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান বরাবর প্রতিবাদ ফি সহকারে ২ (দুই) ঘন্টার মধ্যে লিখিত আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

ধারা-১৩ঃ ফিক্শ্চারঃ

"বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৭" এর আঞ্চলিক ও চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার ফিক্শ্চার বাফুফে স্কুল ফুটবল কমিটি প্রণয়ন করবে। এ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ধারা-১৪ঃ দল গঠন ও মাঠে প্রবেশাধিকারঃ

ক) এ টুর্নামেন্টের অংশগ্রহণকারী প্রতিটি স্কুলকে নির্ধারিত ফরমে টুর্নামেন্ট কমিটি ঘোষিত তারিখের মধ্যে ২০ (বিশ) জন খেলোয়াড়ের নামের তালিকা রেজিষ্ট্রি করতে হবে।

খ) টুর্নামেন্টের রেজিষ্ট্রিকৃত ২০ (বিশ) জন খেলোয়াড়ের তালিকা হতে ১৮ (আঠার) জন খেলোয়াড় ও ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা (ম্যানেজার, কোচ ও বল বয়সহ) নিয়ে দল গঠণ করা হবে। খেলার দিন ১৮ (আঠার) জন খেলোয়াড়, ৩ (তিন) জন (ম্যানেজার, কোচ ও বল বয়সহ) মাঠে প্রবেশ করতে পারবে।

গ) রেজিষ্ট্রিকৃত খেলোয়াড়দের পরিচয়পত্র টুর্নামেন্ট কমিটি/ডিএফএ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

ধারা-১৫ঃ খেলোয়াড় তালিকাঃ

ক) খেলা শুরু হবার ১ (এক) ঘন্টা পূর্বে অংশগ্রহণকারী দলকে রেফারীর নিকট ২ (দুই) কপি খেলোয়াড় তালিকা পেশ করতে হবে। খেলোয়াড়ের নামের পার্শ্বে জার্সি নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। খেলোয়াড়দের নির্ধারিত জার্সি নম্বর প্রতিযোগিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। অধিনায়কের জার্সির বাম বাহুর উপর জার্সির রং থেকে ভিন্ন রং-এর সনাক্তকরণ চিহ্নও থাকবে।

খ) টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের অবশ্যই বুট ও সিনগার্ড ব্যবহার করতে হবে।

ধারা-১৬ঃ অংশগ্রহণকারী দলের যাতায়াত, আবাসন ও দৈনিক ভাতাঃ

চুড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী দলের যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার বিষয়ে কমিটি আলাদাভাবে পরিপত্রের মাধ্যমে অবহিত করবে।

ধারা-১৭ ঃ <u>বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে খেলা পরিচালনার জন্য টুর্নামেন্ট কমিটিঃ</u>

ক) **জেলা টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটিঃ**

(১) জেলার অন্তর্গত মাননীয় মন্ত্রী/মেয়র/প্রতিমন্ত্রী/হুইপ/সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত – উপদেষ্টা মন্ডলী

(২) জেলা প্রশাসক – চেয়ারম্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(৩) পুলিশ সুপার – ভাইস-চেয়ারম্যান

(৪) জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি– সদস্য সচিব

(৫) জেলা শিক্ষা অফিসার - সদস্য

(৬) পৌর সভার মেয়র – সদস্য

(৭) সাধারন সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা – সদস্য

(৮) সিভিল সার্জন – সদস্য

(৯) সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার – সদস্য

(১০) জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাঃ সম্পাদক – সদস্য

(১১) জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা – সদস্য

(১২) জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন থেকে ১১ (এগার) জন সদস্য।

(১৩) ক্রীড়া শিক্ষক (শারিরিক শিক্ষা-জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য

(১৪) জেলা ক্রীড়ানুরাগী ৩ (তিন) জন ব্যক্তিত্ব – সদস্য (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)

খ) **চুড়ান্ত পর্বের পরিচালনা কমিটিঃ**

বাফুফে স্কুল ফুটবল কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

গ) **আঞ্চলিক কমিটিসমূহের দায়িত্বাবলিঃ**

বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে গঠিত টুর্নামেন্ট কমিটি টুর্নামেন্টের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং টুর্নামেন্টের বিভিন্ন সমস্যা ও আপত্তির মিমাংসা করবেন। আপত্তিতে উল্লেখিত বিষয় ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। কমপক্ষে ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হবে। বাফুফে প্রতিনিধির ১ (এক) জন প্রতিনিধি অবশ্যই এ সভায় উপস্থিত থাকবেন।

ধারা-১৮ঃ <u>নিয়ম-শৃঙ্খলা/ডিসিপ্লিনারী উপ কমিটিঃ</u>

আঞ্চলিক পর্যায়ে টুর্নামেন্টের নিয়ম শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্যে আঞ্চলিক টুর্নামেন্ট কমিটি ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি ডিসিপ্লিনারী উপ-কমিটি গঠন করবে যার সদস্য-সচিব থাকবেন বাফুফে স্কুল ফুটবল কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি। ডিসিপ্লিনারী উপ-কমিটি খেলোয়াড়, কর্মকর্তাগণের অশোভন ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বহির্ভূত আচরণের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেঃ-

ক) উপ-কমিটি টুর্নামেন্টের খেলা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন।

খ) খেলা সমাপ্তির পর উপ-কমিটি নিয়ম-শৃঙ্খলা লংঘনকারী খেলোয়াড়/কর্মকর্তা/সমর্থক/বলবয়সহ সদস্যদের বিরুদ্ধে রেফারীর রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

গ) নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটি ৬ ঘন্টার মধ্যে সকল বিবেচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত আঞ্চলিক টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদকের নিকট লিখিতভাবে পেশ করবে। অতঃপর উপ-কমিটি কোন খেলোয়াড়কে টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময় পর্যন্ত খেলা থেকে বিরত রাখতে পারবে। যদি এর অধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে বিবেচিত হয় তাহলে জাতীয় স্কুল ফুটবল কমিটির মাধ্যমে বাফুফের নিকট সুপারিশ করতে হবে।

ঘ) তিন জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম গঠিত হবে। এতে অবশ্যই বাফুফে/জাতীয় স্কুল ফুটবল কমিটির একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে হবে।

ঙ) নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত চলে বিবেচিত হবে।

চ) চূড়ান্ত পর্বের খেলার জন্য জাতীয় স্কুল ফুটবল কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান ও ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটি গঠণ করবে।

ধারা–১৯ঃ অপরাধ ও শাস্তি ঃ

কোন কর্মকর্তা/খেলোয়াড়/দল/রেফারি/সহকারি রেফারি কর্তৃক কৃত বিভিন্ন অপরাধের জন্য নিম্নেবর্ণিত শাস্তি প্রযোজ্য হবে ঃ

(১) অপরাধঃ

কোন খেলোয়াড়কে যদি রেফারি কর্তৃক লাল কার্ড প্রদর্শিত হয় বা কোন খেলায় ২য় বার হলুদ কার্ডের কারণে লাল কার্ড প্রদর্শিত হয় বা প্রথমবার হলুদ কার্ড প্রদর্শনের পর দ্বিতীয়বার হলুদকার্ড দেখানোর পর লাল কার্ড প্রদর্শিত হয়।

শাস্তিঃ

খেলোয়াড়টি তার দলের পক্ষে পরবর্তী এক খেলার জন্য স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে। কিন্তু যদি তাহার অপরাধ গুরুতর হয় তবে নিয়ম শৃঙ্খলা/ডিসিপ্লিনারি উপ-কমিটি সেই অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে আরও অধিক খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখতে পারবে। শাস্তিপ্রাপ্ত খেলোয়াড় যে খেলা/খেলাগুলো হতে বিরত থাকার নির্দেশ পেয়েছে সে খেলাটি আরম্ভ হওয়ার পর যদি কোন কারণবশতঃ সম্পূর্ন না হয়, তাহলে শাস্তিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়ের জন্য খেলাটি/খেলাগুলোর সম্পূর্ন হয়েছে বলে গণনা করা হবে। উল্লেখ্য যে, কোন খেলোয়াড় খেলা চলাকালীন সময়ে প্রথমবার হলুদ কার্ড দেখানোর পর গুরুতর অপরাধের জন্য সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হয় তাহলে খেলোয়াড়টির প্রথমবার প্রদর্শিত হলুদ কার্ডটি বহাল থাকবে।

(২) অপরাধঃ

টুর্নামেন্ট চলাকালিন সময়ে কোন খেলোয়াড় যদি মোট ২ (দুই) বার হলুদ কার্ড প্রদর্শিত হয়।

শাস্তিঃ

খেলোয়াড়টি স্বাভাবিকভাবে তার দলের পরবর্তী একটি খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।

(৩) অপরাধঃ

কোন খেলোয়াড়, রেফারি কিংবা সহকারি রেফারির সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হলে বা গালিগালাজ করলে রেফারি কর্তৃক যদি লাল কার্ড প্রাপ্ত হয়।

শাস্তিঃ

রেফারি কর্তৃক লাল কার্ড প্রাপ্তির সাথে সাথে উক্ত খেলোয়াড় মাঠ থেকে বহিস্কার হবে এবং স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী খেলা থেকে বিরত থাকবে। এর পর নিয়ম শৃঙ্খলা উপ-কমিটি পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(৪) অপরাধঃ

কোন খেলোয়াড়, রেফারি বা সহকারি রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে অথবা দর্শক/সমর্থকদের যদি উত্তেজিত করা হয়।

শাস্তিঃ

সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় রেফারি কর্তৃক লাল কার্ড প্রদর্শিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বহিস্কার করা হবে এবং উক্ত খেলোয়াড় স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী একটি খেলা থেকে বিরত থাকবে। এরপর নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটি পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(৫) অপরাধঃ

যদি কোন খেলোয়াড়, রেফারি, সহকারি রেফারি কোন খেলোয়াড় অথবা দর্শকদের সাথে অশোভন আচরণ করে।

শাস্তিঃ

রেফারি কর্তৃক লাল কার্ড প্রদর্শিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় মাঠ থেকে বহিস্কৃত হবে এবং পরবর্তী ১ (এক) খেলা থেকে বিরত থাকবে।

(৬) **অপরাধঃ**

কোন খেলোয়াড়, দৈহিক আক্রমনে লিপ্ত হলে।

শাস্তিঃ

উক্ত খেলোয়াড় রেফারি কর্তৃক লাল কার্ড প্রাপ্তির মাধ্যমে মাঠ থেকে বহিস্কার হবে এবং পরবর্তী কমপক্ষে দুই খেলা থেকে বিরত থাকবে। এর পর নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটি পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(৭) **অপরাধঃ**

কোন খেলোয়াড়, রেফারি বা সহকারি রেফারিকে খেলার মাঠে অথবা বাহিরে দৈহিক আক্রমন, আহত ও লাঞ্ছিত করলে।

শাস্তিঃ

উক্ত খেলোয়াড় রেফারি কর্তৃক লাল কার্ড প্রাপ্তির সাথে সাথে মাঠ থেকে বহিস্কৃত হবে এবং পরবর্তী টুর্নামেন্টের শেষাধিক পর্যন্ত খেলা থেকে বিরত থাকবে। পরিবেশ/পরিস্থিতি অনুযায়ি খেলা সমাপ্তির লক্ষ্যে রেফারি লাল কার্ড প্রদর্শন করতে না পারলে রেফারির রিপোর্ট উক্ত শাস্তিদানের উপযোগি বলে গণ্য হবে। ঘটনা মাঠের বাইরে ঘটলে সেই ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটি তদন্ত সাপেক্ষে দোষি ব্যক্তিকে শাস্তি বিধান করবেন।

(৮) **অপরাধঃ**

যদি কোন দল বা উভয় দল খেলা চলাকালিন সময়ে খেলতে অস্বিকার করে বা অচল অবস্থার সৃষ্টি করে বা মাঠ ত্যাগ না করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও রেফারির সিদ্ধান্ত অমান্য করে।

শাস্তিঃ

উক্ত/উভয় দলকে টুর্নামেন্ট থেকে বহিস্কার করা হবে এবং এক্ষেত্রে বিপক্ষ দলকে জয়ী ঘোষণা করা হবে। উভয় দল সম্পৃক্ত হলে ডিসিপ্লিনারি উপ-কমিটি প্রয়োজনিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং সকল অনুদান হতে বিরত রাখা হবে।

(৯) **অপরাধঃ**

কোন খেলোয়াড় যে কোন প্রকার অভদ্র আচরণের জন্য লাল কার্ড প্রাপ্ত হলে।

শাস্তিঃ

সে স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী কমপক্ষে এক খেলা থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খেলোয়াড় পরবর্তী কোন খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(১০) **অপরাধঃ**

যদি কোন দলের কর্মকর্তা বা সমর্থক একক বা সম্মিলিতভাবে খেলার ফলাফল অনুকুলে নেওয়ার ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করে অথবা খেলার পরিপন্থি কোন কর্মকান্ড করে।

শাস্তিঃ

নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটি উক্ত দলকে আর্থিক জরিমানা অথবা অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে।

(১১) অপরাধঃ

যদি কোন দলের খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা মাঠে অথবা মাঠের বাইরে টুর্নামেন্ট কমিটির কর্মকর্তার সাথে অশোভন আচরণ করে অথবা অভদ্র ভাষা ব্যবহার করে।

শাস্তিঃ

সংশ্লিষ্ট দলটি নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটি কর্তৃক সকল অনুদান হতে বিরত রাখা হবে।এ ছাড়াও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ি অপরাধের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১২) অপরাধঃ

যদি কোন রেফারি বা সহকারি রেফারি খেলার বিধি অনুযায়ী সঠিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত করেন।

শাস্তিঃ

নিয়ম-শৃঙ্খলা উপ-কমিটি উক্ত রেফারিকে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী টুর্নামেন্টের পরবর্তি খেলা হতে বিরত রাখতে পারবে। টুর্নামেন্ট কমিটি অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে বাফুফের নিকট লিখিত সুপারিশ পেশ করবে।

(১৩) এ বিধিতে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন কোন অপরাধ সংঘটিত হলে ডিসিপ্লিনারি উপ-কমিটি ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ি খেলোয়াড় সমর্থক, বেয়ারা, কর্মকর্তা এবং দলকে যে কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

ধারা-২০ঃ <u>রেফারি নিয়োগ কমিটিঃ</u>

ক) খেলার রেফারি নিয়োগের বিষয়ে বাফুফের জাতীয় স্কুল ফুটবল কমিটির প্রতিনিধিদ্বয় দায়িত্ব পালন করবেন ও রেফারি নিয়োগ দিবেন এবং তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

খ) চূড়ান্ত পর্বে রেফারি নিয়োগের বিষয়ে জাতীয় স্কুল ফুটবল কমিটির মনোনীত প্রতিনিধি বা রেফারিজ কমিটির প্রতিনিধি দায়িত্ব পালন করবেন ও রেফারি নিয়োগ দিবেন এবং তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-২১ঃ <u>সংশোধনঃ</u>

প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন যে কোন সময় বিভিন্ন ধারা/উপ-ধারা সংশোধন/সংযোজন/ বিয়োজন করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে পত্র মারফত জানানো হবে।

ধারা-২২ঃ <u>উপবিধির ব্যাখ্যাঃ</u>

এই প্রতিযোগিতার খেলা সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্ভুত কোন সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য উপ-বিধিতে সুস্পষ্ট না থাকলে বা এতে কোন বিধান উল্লেখ না থাকলে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় টূর্ণামেন্ট/আঞ্চলিক টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। কমিটি ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ি খেলোয়াড়/খেলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সমর্থকদের যে কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

ধারা-২৩ঃ <u>খেলা স্থগিতঃ</u>

প্রতিকূল আবহাওয়া/আলোর অপর্যাপ্ততা/দুর্ঘটনাজনিত/মাঠের বাহিরে বা ভিতরে গোলযোগের কারণে খেলা না হলে রেফারি ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এর পরও যদি খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে রেফারি বাঁশি বাজিয়ে খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করবেন। ঐ খেলা পরবর্তীতে অথবা পরবর্তি দিবসে অনুষ্ঠিত হবে এবং যত সময় বাকি থাকবে পরবর্তীতে তাহা অনুষ্ঠিত হবে। খেলার ফলাফল, হলুদ কার্ড, লাল কার্ড, বদলী খেলোয়াড় যাহা ছিল বলবত থাকবে। পরবর্তী দিবসে বল ড্রপের মাধ্যমে খেলা শুরু হইবে।

ধারা-২৪ঃ <u>ওয়াকওভারঃ</u>

(ক) টুর্নামেন্টের কোন খেলায় কোন দল যদি প্রতিপক্ষ দলকে ওয়াকওভার প্রদান করে, তবে উক্ত দল টুর্নামেন্ট হতে বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত দলের ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত এবং অনুষ্ঠিতব্য সকল খেলার ফলাফল বাতিল করা হবে। পরবর্তিতে ওয়াকওভার প্রদানকারি দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। কোন দল প্রতিপক্ষ দলকে ওয়াকওভার দিলে, উক্ত দল স্বাভাবিকভাবেই বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রতিপক্ষ দলকে জয়ী বলে ঘোষিত হবে।

(খ) যদি কোন খেলায় উভয় দলই মাঠে অনুপস্থিত থাকে তবে খেলাটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উভয় দলকেই স্বাভাবিকভাবেই প্রতিযোগিতা হতে বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে।

ধারা-২৫ঃ

রাউন্ড রবীন লিগের খেলায় বিজয়ি দল পূর্ণ ৩ (তিন) পয়েন্ট এবং খেলা অমিমাংসিত থাকলে উভয় দল ১ (এক) পয়েন্ট করে পাবে।

ধারা-২৬ঃ

কোন দল পাতানো খেলায় অংশগ্রহণ করেছে বলে প্রমানিত হলে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ও টুর্নামেন্ট কমিটি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাতানো বলে কোন খেলা প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট দল বা দলসমূহকে চলমান প্রতিযোগিতাসহ পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বহিঃস্কার ও জরিমানা করা হবে।

ধারা-২৭ঃ

এই বিধিতে উল্লেখ করা হয়নি এমন যে কোন বিষয়ে টুর্ণামেন্ট কমিটি অথবা বাফুফের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গন্য হইবে।

মোঃ আবু নাইম সোহাগ
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন

বিজন বড়ুয়া
সদস্য, বাফুফে ও
চেয়ারম্যান
স্কুল ফুটবল কমিটি